



335841 - আল্লাহ আমার বয়স কমিয়ে আমার বন্ধুর বয়স বাড়িয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে পশেকৃত দোয়া থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় আছে কি?

প্রশ্ন

এমন ব্যক্তির হুকুম কি উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করেছে যে, আল্লাহ তার বয়স থেকে, স্বাস্থ্য থেকে কথিবা সৌন্দর্য থেকে তাদের কাউকে কিছু দিয়ে দেন। অর্থাৎ দোয়াকারীর বয়স, স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য থেকে কর্তন করে অন্যকে দান করা। এ ধরণে দোয়া করা কি জায়যে? অর্থাৎ এ ধরণে দোয়া কি সংঘটিত হয়ে যেতে পারে? আমি যদি চাই যে, এই দোয়া কবুল না হোক তাহলে আমি কী করতে পারি? যদি এই দোয়া কবুল হয়ে যায় তাহলে আমার উপর কি এমনটি আবশ্যিক যে, আমি এই ব্যক্তির কাছে দাবী করব যেন সে আল্লাহর কাছে দোয়া করে যাত করে এই নয়ামতগুলো আমার কাছে ফিরে আসে যগুলো দোয়া করার আগে আমার কাছে ছিল? উল্লেখ্য, এই দোয়াটি একাধিকবার করা হয়েছে এবং আমার ভয় হচ্ছে যে, দোয়াটি কবুল হয়ে গেছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এই ধরণে দোয়া মানুষের পক্ষ থেকে দুইভাবে সংঘটিত হতে পারে:

এক.

সঙ্গরি প্রতিমিত্ব থেকে দোয়াগুলো মুখে চলে আসা; আসলে দোয়াগুলোর স্বরূপ উদ্দেশ্য না হওয়া এবং নিজের বপিক্ষে দোয়া করা দোয়াকারীর ইচ্ছায় না থাকা। তাহলে এমন দোয়াগুলো অনিচ্ছাকৃত নরির্থক কথার অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “নরির্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। বরং তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন তোমাদের অন্তরে অভ্যপ্রায়ের জন্য। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল।” [সূরা বাক্বারা, ২: ২২৫]

শাইখ আব্দুর রহমান আস-সাদী (রহঃ) বলেন: “অর্থাৎ তোমাদের মুখে যে নরির্থক কসমগুলো এসে যায় সেগুলোর জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না; যে কসমগুলো বান্দা উদ্দেশ্য ছাড়া, অন্তরে সংকল্প ছাড়া উচ্চারণ করে ফলে। যে কসমগুলো কথা বলার সময় ব্যক্তির মুখে চলে এসেছে; যমেন কোন ব্যক্তি তার কথার মাঝখানে বলে ফলেল যে, “লা-ওয়াল্লাহ” (আল্লাহর কসম; না), “বাবা, ওয়াল্লাহ (আল্লাহর কসম, হ্যাঁ)। অনুবূপভাবে অতীতের কোন বিষয়ে নিজেকে



সত্যবাদী মনে করে কসম করা। বরং ব্যক্তিকি পাকড়াও করা হবো ব্যক্তির অন্তর দৃঢ় সংকল্প করলে।

এর মধ্যে দলিল রয়েছে যে, কথাবার্তার ক্ষেত্রেও ব্যক্তির উদ্দেশ্যগুলো ধরতব্য; যমেনভাবে কাজকর্মের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যগুলো ববিচেয।”[তাফসরিে সা’দী (পৃষ্ঠা-১০১) থেকে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন:

“শব্দগুলোর ক্ষেত্রে নয়িত ও উদ্দেশ্যসমূহ ববিচেয। শব্দগুলোর মাধ্যমে আরোপতি বধিন ততক্ষণ পর্যন্ত অনবির্ষ হবো না যতক্ষণ না বক্তা স্বচেছায় শব্দগুলো উচ্চারণ করে এবং শব্দগুলো যটোকো আবশ্যক করে সটোকো উদ্দেশ্য করে; অনুরূপভাবে শব্দ দিয়ে কথা বলাটাও তার উদ্দেশ্য হতো হবো। সুতরাং দুটো ইচ্ছা থাকা অবধারতি:

নজি এখতয়ীরে শব্দ দিয়ে কথা বলার ইচ্ছা।

শব্দ যটোকো আবশ্যক করে সটোকো ইচ্ছা করা। বরং শব্দকে উদ্দেশ্য করার চেয়ে শব্দরে অর্থকে ইচ্ছা করা অধিক তাগদিপূর্ণ। কনেনা অর্থই হল লক্ষ্য; শব্দ হল মাধ্যম। এটি ইসলামরে আলমেদরে মধ্যে ফতোয়া দেয়ার যোগ্য ইমামদরে অভিমিত...।”[ইলামুল মুওয়াক্কয়ীন (৪/৪৪৭)]

দুই.

স্বচেছায় ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই দোয়াগুলোর মাধ্যমে দোয়া করা।

দোয়া করার বিষয়গুলো উন্মুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমাদরে প্রভু বলেন: তোমরা আমাকে ডাক; আমি তোমাদরে ডাকে সাড়া দবি।”[সূরা গাফরে, আয়াত: ৬০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাণী।”[সূরা নসিা, আয়াত: ৩২]

আপনি আপনার পূর্বকৃত দোয়ার প্রতিকার এভাবে করতে পারনে যে, আল্লাহ যনে তাঁর আনুগত্যরে উপর আপনার হায়াত বাড়িয়ে দনে, আপনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য অটুট রাখনে এবং আপনার সাথীকেও আপনার মত দান করনে। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রশস্ত। সুতরাং বান্দা নরিদষ্টি কোন বিষয়ে আল্লাহর সাথে লনেদনে সীমাবদ্ধ রাখবো না। আল্লাহর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ; খরচ করলে সটোতে ঘাটতি হয় না। তাই এমন কোন প্রয়োজন নাই যে, আপনার স্বাস্থ্য থেকে নিয়ে আপনার সাথীকে দতি হবো!!

আপনার উপর ওয়াজবি হল আপনার নজিরে জন্য বদদোয়া করার গুনাহ থেকে তাওবা করা। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা তোমাদরে নজিদে জন্ম ভাল ছাড়া কোন মন্দ দোয়া করবো না”।[সহহি মুসলমি (৯২০)]



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।